নির্দেশমূলক নীতি

- **নির্দেশমূলক নীতির শ্রেণিবিভাগ**
- নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- [1] আর্থসামাজিক, [2] প্রশাসনিক, [3] উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত এবং [4] আন্তর্জাতিক আদর্শ-সংবলিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ।
- **মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির পার্থক্য**
- সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারের সঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতির কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মৌলিক অধিকারের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে নির্দেশমূলক নীতি বাতিল হয়ে যায়। সুপ্রিমকোর্ট ১৯৫১ সালে মাদ্রাজ রাজ্য বনাম চম্পকম মামলার এবং ১৯৫৮ সালে হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য মামলার রায়দানকালে ঘোষণা করেন, নির্দেশমূলক নীতিপুলিকে মৌলিক অধিকারের পরিপূরক ও সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং রাষ্ট্রকে নির্দেশমূলক নীতিগুলি এমনভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুন্ন না হয়। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যপুলি হল-
- **মৌলিক অধিকার**
- মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ওপর এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যেসব কাজ করা উচিত নয়, মৌলিক অধিকারগুলি সেই নির্দেশ জারি করে।
- মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।
- কোনো মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করতে গেলে আইনসভাকে তার জন্য আলাদাভাবে আইন প্রণয়ন করতে হয় না।
- সংবিধানের ১৩ নং ধারা অনুযায়ী আইনসভার কোনো আইন অথবা, শাসন বিভাগের কোনো নির্দেশ যদি মৌলিক অধিকারের বিরোধী হয়, তাহলে আদালত সেই আইন বা নির্দেশকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে।
- নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃত্বের পরিধিকে সংকুচিত করে।
- মৌলিক অধিকারগুলি স্থিতিশীল মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা এখনও সেভাবেই রয়েছে। কোনো নতুন মৌলিক অধিকার আজ পর্যন্ত সংযোজিত হয়নি।
- মৌলিক অধিকারগুলির উদ্দেশ্য হল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির প্রকৃতি মূলত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- **নির্দেশমূলক নীতি**
- নাগরিক অধিকারের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের কী কী কাজ করা উচিত, নির্দেশমূলক নীতিগুলি রাষ্ট্রকে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিবাচক নির্দেশ দিয়ে থাকে।
- সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলির ব্যাপারে আদালতের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।
- নির্দেশমূলক নীতি কার্যকর করতে গেলে আলাদাভাবে আইন প্রণয়ন করতে হয়।
- নির্দেশমূলক নীতির বিরোধী কোনো আইন বা নির্দেশ আদালত বাতিল করতে পারে না।
- নির্দেশমূলক নীতিগুলি বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শকে রূপায়ণ করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃত্বের পরিধিকে প্রসারিত করে।
- নির্দেশমূলক নীতিগুলি পরিস্থিতির তাগিদে পরিবর্তিত ও সংযোজিত হয়।
- রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি জনকল্যাণকামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী। নির্দেশমূলক নীতিগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।
- **নির্দেশমূলক নীতির দুটি উৎস**
- নির্দেশমূলক নীতির দুটি উৎস হল- [1] ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের আদর্শ, [2] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।
- **নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব বা তাৎপর্য**
- নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হওয়ায় অনেকে এগুলিকে সংবিধান-রচয়িতাদের নৈতিক উপদেশ ও 'রাজনৈতিক ইস্তাহার বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন কারণে এই নীতিগুলির তাৎপর্যকে অস্বীকার করতে পারি না।

- [1] এই নীতিগুলি হল জনকল্যাণের জন্য সরকারের প্রতি সংবিধানের নির্দেশ। এর জন্য কোনোরকম আইনগত সমর্থন না থাকলেও নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন যথেষ্ট রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. আম্বেদকরের অভিমত হল, যদি কোনো সরকার এই নীতিগুলি উপেক্ষা করে তাহলে সেই সরকারকে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।
- [2] সংবিধান বিশেষজ্ঞ পানিক্কারের মতে, মৌলিক অধিকারগুলি যখন ভারতে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তখন নির্দেশমূলক নীতিগুলি আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছে।
- [3] আপাতদৃষ্টিতে নীতিগুলির কোনো আইনগত তাৎপর্য নেই বলে মনে হলেও এই ধারণা ঠিক নয়। সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশমূলক নীতির ওপর ভিত্তি করে আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর সিং (১৯৫২), বালসারা বনাম বোম্বাই রাজ্য (১৯৫১), কেরল শিক্ষা বিল (১৯৫৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- [4] নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও সদর্থক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশমূলক নীতিকে বাস্তবায়িত করেছে। একাধিকবার সংবিধান সংশোধনও করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলোপ, ব্যাংক-বিমা জাতীয়করণ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, অবৈতনিক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।
- [5] সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কে সি হোয়ারের মতে, নির্দেশমূলক নীতির আদর্শ প্রাচীন হলেও এদের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। কারণ এই নীতিগুলি জনগণকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে। এম ভি পাইলির মতে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল ভারতীয় জনগণের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

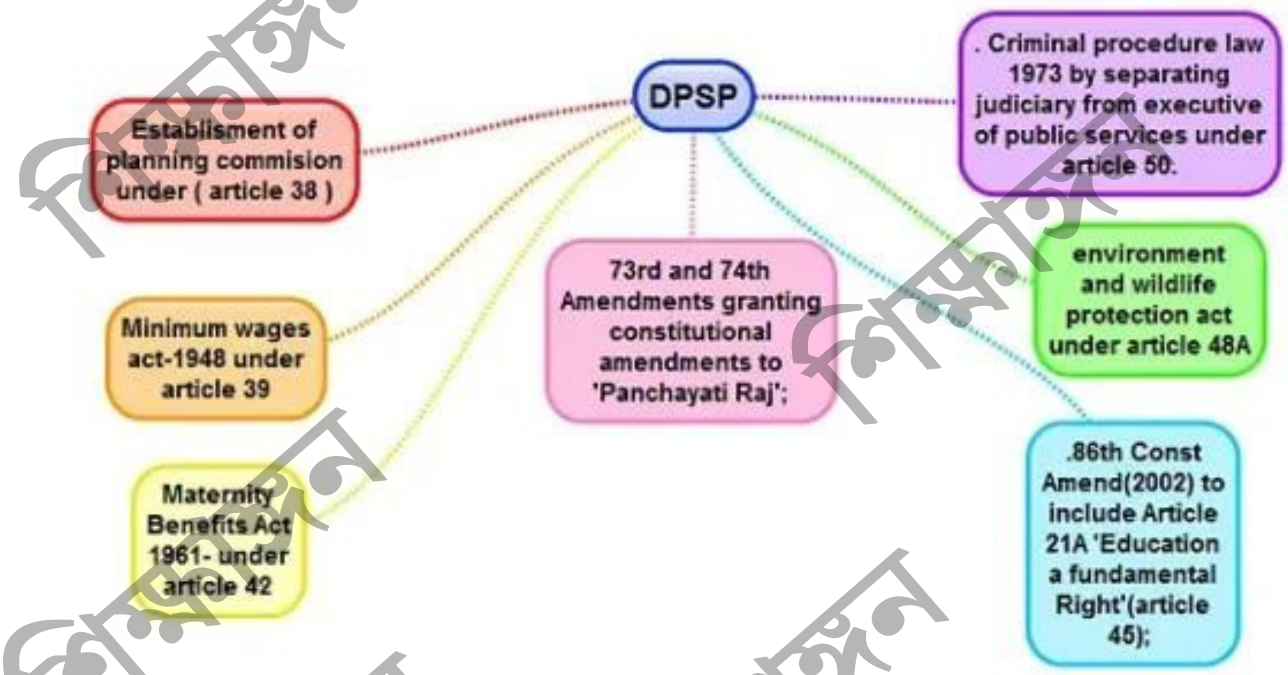

শিক্ষাঙ্গন